প্রথম আলো

তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৪ ...

আইসিটি আইনে স্কুলছাত্রকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ড

নির্বাহী হাকিম ও ওসিকে হাইকোর্টে তলব শিক্ষার্থীকে জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ফেসবুকে করা মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ডায়েরির (জিডি) পর তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনে টাঙ্গাইলের এক স্কুলছাত্রকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের দুই বছর সাজা দেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা জানাতে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (নির্বাহী হাকিম) ও সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষার্থীকে জামিন

শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাকে (ওসি) তলব করেছেন হাইকোর্ট।

ওই শিক্ষার্থীকে কীভাবে গ্রেপ্তার করা হলো ও কিসের ভিত্তিতে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে, সে-সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম রফিকুল ইসলাম ও ওসি মোহাম্মদ মাকসুদুল আলমকে ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে হাইকোর্টে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলসহ এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রকে জামিন দেওয়া হয়েছে। ধার্য তারিখে তাকেও তার বিদ্যালয়ের সনদ ও বয়স-সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

'বয় জেলড ফর এফবি কমেন্ট অ্যাবাউট এমপি' শিরোনামে গতকাল ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টারে* একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এটি আদালতে তুলে ধরেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। শুনানি নিয়ে আদালত রুলসহ আদেশ দেন। রুলে সাজা দেওয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল শামসুদ্দোহা তালুকদার।

আইনজীবী খুরশীদ আলম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনের সাংসদ অনুপম শাহজাহানকে নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করায় একটি জিডি হয় বলে ওই প্রতিবেদনে এসেছে। এ অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওই শিক্ষার্থীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। আইন অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের স্পটে অপরাধ সংঘটিত হতে হবে, এ ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। তিনি বলেন, জিডি হলে তদন্ত হবে। এ অবস্থায় এভাবে দণ্ড দেওয়া যায় না। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) আইন অনুসারে অপরাধ হলে সে জন্য মামলা করতে হবে। এই আইনের মামলা বিচারের জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনাল আছে। স্কুলপড়ুয়া বলে ওই শিক্ষার্থী শিশুও হতে পারে। যদি তা হয়, তাহলে বিষয়টি যাবে শিশু আদালতে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, ফেসবুকে সাংসদকে 'হুমকি' দেওয়ায় টাঙ্গাইলের সখীপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইসিটি আইনে এক স্কুলছাত্রকে গত শনিবার দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। সে সখীপুরের প্রতীমা বংকী পাবলিক হাইস্কুলের ছাত্র। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম ছিলেন ইউএনও রফিকুল ইসলাম। সোমবার ওই স্কুলছাত্রকে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

সখীপুর থানার ওসিকে উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত শুক্রবার সাংসদ অনুপম শাহজাহান ওই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে জিডি করেন। এরপর তাকে আটক করা হয়। শনিবার রাতে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। নির্বাহী হাকিমের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই ছাত্র শুক্রবার সাংসদের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে 'গালমন্দ ও অপমানসূচক শব্দ' লেখেন। ওই শিক্ষার্থীর বয়স ১৯ বছর বলে দাবি করেছেন নির্বাহী হাকিম। তিনি বলেছেন, আইসিটি আইনে স্কুলছাত্রকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, তবে আইনের কোন ধারায় দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

আদেশের পর সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল শামসুদ্দোহা তালুকদার *প্রথম আলোকে* বলেন, আইসিটি আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত সাজা দিতে পারেন না। মন্তব্যের জেরে জিডি হয়েছে, এর তদন্ত হবে। কিন্তু আটকের পর সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ওই শিক্ষার্থীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত দণ্ড দেন। এটি কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো, তার ব্যাখ্যা জানাতে নির্বাহী হাকিম ও ওসিকে তলব করেছেন হাইকোর্ট।

সখীপুর প্রতিনিধি জানান, সাংসদ অনুপম শাহজাহান গতকাল মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শুক্রবার আমার ফেসবুক বার্তায় একটি আইডি (ওই শিক্ষার্থীর নামের) আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। আমি থানায় জিডি করলে পুলিশ ওই ছেলেকে ধরে আনে। পরে শুনেছি, ওই ছেলেকে দুই বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে।'